খুলাসা খৎবা জু'মা

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন যুগ ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর খাটি প্রেমিকের অনুসরণের মাধ্যমে জীবন্ত খোদার বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দিতে পারি এবং জগদ্বসীকে যেন বুঝাতে সক্ষম হই 'জীবন্ত খোদা' বর্তমান ।

১৮ই এপ্রিল ২০১৪ তারিখে সৈয়দনা হযরত আমীরুল মুমেনিন খলীফাতুল মসীহ খামেস(আইঃ) কর্ত্তৃক প্রদত্ত খুতবা জুমার খুলাসা

তাশাহুদ তা'উয তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠ কারার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তিনি (আ.) আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে বলেছেন, 'আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত তত্ত্ব কী'? তাঁর মর্যাদা কত? তাঁর মর্যাদা হল, তিনি সকল শক্তির আধার এবং এক ও অদ্বিতীয়, এছাড়াও তিনি সমগ্র সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা, সবই নশ্বর আর তিনি অবিনশ্বর। হুযূর (আ.) এও বলেছেন যে, বর্তমানে বিশ্ব-জগতের খোদার পর্যন্ত পৌঁছার একমাত্র পথ হলেন, মহানবী (সা.)-এর সত্তা। নবী করিম (সা.)-এর মাধ্যমেই শুধু আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব। যাঁর সৌন্দর্য্য ও অনুগ্রহের কোন তুলনা নেই। তিনি বলেছেন, আল্লাহ্র কুদরত দেখার জন্য নিষ্ঠার সাথে তাঁর প্রতি বিনত হতে হবে। তাঁর সম্মূখে একনিষ্ঠ হয়ে অবনত হওয়া আবশ্যক, তাঁর ইবাদত করা জরুরী। মানুষের মাঝে যখন এ অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তা'লা দৌড়ে এসে মানুষের সাথে আলিঙ্গন করেন এবং তার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহরাজি বর্ষণ করেন। অতএব, তিনি (আ.) আন্তরিকতার সাথে বলেছেন, এমন খোদার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর, যেন তোমাদের ইহকাল ও পরকাল সুন্দর হয়। এক স্থানে 'আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত তত্ত্ব কী'? অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বজগতের মালিক খোদা, যাঁকে ইসলাম উপস্থাপন করেছে, 'তাঁর প্রকৃত তত্ত্ব কী' ?-এ এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন,

খোদা আকাশ এবং জমিনের নূর। অর্থাৎ এমন প্রতিটি নূর যা উর্ধ্ব ও অধঃ জগতে দৃষ্টিগোচর হয়, তা আত্মায় থাকুক বা দেহে, তা ব্যক্তিগত হোক বা সাময়িক, তা প্রকাশ্য হোক বা গুপ্ত, তা মেধাহত হোক বা বাহ্যিক। (অর্থাৎ সকল প্রকার নূর আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহর নূরই শরীরসমূহে দেখা যায়, আবার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যেও দেখা যায়। আল্লাহ্ ত'লার পক্ষ থেকে কিছু বিশেষ লোককে দান করা গুণাবলীতে তা দৃষ্টিগোচর হয়। তা হোক, বিকশিত বা সুপ্ত গুণাবলী, মেধাগত বা বাহ্যিক গুণাবলী। মানুষের বাহ্যিক বা কোন জিনিসের সৌন্দর্য্যের যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয় এর সবই আল্লাহ্ তা'লার নূরের কারণেই হয়ে থাকে)- এগুলো তাঁরই অনুগ্রহের দান।, 'রাব্বুল আ'লামীন' আল্লাহ্র কল্যাণ যে সব কিছুকে ঘিরে রেখেছে এবং কিছুই তাঁর কল্যাণের বাহিরে নয়, - এটি এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করছে।

পৃথিবীতে যে সব জিনিস আছে, সেগুলির যা কিছু গুণাবলী দৃষ্টিগোচর হয়। যেখানে যেখানে সৌন্দর্য্য দেখা যায়, মানুষ নিজেদের উপকৃত হতে দেখে। তার প্রত্যেকটিরই আল্লাহ্ ত'লার সাধারণ কল্যাণের ফলেই হয়েছে। আর সে যেই হোক না কেন, তার কল্যেণ থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না। তিনি (আ.) বলেন যে তিনি সকল কল্যানের উৎস আর সকল নূরের কারণ এবং সর্বপ্রকার রহমতের উৎপাত্তিস্থল (তার থেকেই সকল কল্যাণ নিঃসারিত হয় , তিনিই সকল নূরের কারণ এবং মাধ্যম, তিনিই যার থেকে মহাঅনুগ্রহের ঝর্ণাধারা প্রস্ফুটিত হয়) তার প্রকৃত সত্ত্বাই সমগ্র জগতের প্রতিষ্ঠাদানকারী আর সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষূদ্র বস্তর আশ্রয়স্থল। (অথাৎ সমগ্র পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যা কিছু এতে পরাজিত ও পর্যদুস্থ হচ্ছে অথবা যা পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তা তারই দিকে ফিরে যায়) তিনিই সকল জিনিসকে অন্ধকারের অতলগহ্বর থেকে বের করেছেন। (অন্ধকারে যেসব বস্তু পড়ে ছিল সেগুলোকে বাইরে বের করেছেন) এবং অস্তিত্ব দান করেছেন। তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বা নেই যে সকল অস্তিত্বের জন্য আবশ্যকীয় ও মূল ভিত্তি। (তিনি ব্যতীত কোন অস্তিত্ব নেই যে নিজে সেই সত্ত্বার অধিকারী ও অনাদি) অথবা তা থেকে উপকৃত হয় না বরং আসমান-জমিন এবং মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার, পাথর, বৃক্ষরাজি, শরীর ও আত্মা তারই কল্যাণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। (এই আমাদের পৃথিবী, আকাশ, মানুষ, জীব-জন্তু, পাথর, বৃক্ষরাজি, আত্মা, শরীর, প্রত্যেক বস্তু তা আল্লাাহ'তলার অনুগ্রহেই অস্তিত্ব লাভ করেছে)

পুনরায় লেকচার লাহোরে খোদাতা'লার একত্ববাদ ও সকল শক্তির অধিকারী হওয়ার ব্যপারে তিনি (আ.) আরো বলেন ঃ কুরআন করীমে

আমাদের খোদা নিজ গুণাবলী সম্পর্কে বলেন,

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থাৎ তোমাদের খোদাই সেই খোদা, যিনি নিজ সত্ত্বা ও গুণাবলীতে এক ও অদ্বিতীয়। কোন সত্তা তাঁর সত্তার অনুরূপ অনাদি ও অমর নয়। আর এমন কোন জিনিস নেই যার গুণাগুণ তাঁর গুণাবলীর অনুরূপ। মানুষের জ্ঞান কোন শিক্ষকের মুখাপেক্ষী হয় আর তা সীমিত, কিন্তু তাঁর জ্ঞান কোন শিক্ষকের মুখাপেক্ষি নয় এবং একইভাবে অসীম। মানুষের শ্রবণশক্তি বাতাসের উপর নির্ভরশীল (বাতাস ছাড়া শোনা যায় না) এবং সীমাবদ্ধ। কিন্তু খোদার শ্রবণশক্তি স্বীয় শক্তিতে কার্যকর এবং সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের দৃষ্টিশক্তি সূর্য বা অন্য কোন আলোর মুখাপেক্ষী ও সীমাবদ্ধ (মানুষ একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দেখতে পায়) কিন্তু খোদার দৃষ্টিতে নিজস্ব আলো আছে এবং তা সীমাহীন। অনুরূপভাবে মানুষের সৃষ্টি করার শক্তি কোন মৌলিক উপাদান ও উপকরণের উপর নির্ভরশীল এবং সময়ের মুখাপেক্ষী আর সীমিতও। কিন্তু খোদার সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোন উপায়-উপকরণ বা সময়ের মুখাপেক্ষী নয় এবং অসীম। কেননা তাঁর সমস্ত গুণাবলী অতুলনীয় ও অনুপম। যেভাবে তাঁর নিজের কোন তুলনা নেই একইভাবে তাঁর গুণাবলীরও কোন তুলনা হয় না। তিনি একটি গুণের ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ হলে সমস্ত গুণেই অসম্পূর্ণ হবেন। কাজেই তিনি তাঁর নিজ সত্তার মত নিজের সব গুণাবলীতেও অতুলনীয় ও অনুপম না হওয়া পর্যন্ত তাঁর একত্ববাদও প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। পরে তিনি (আ.) আরো বলেন, উপরোক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশের অর্থ হল, খোদা কারো পুত্র নন আর না অন্য কেউ তাঁর পুত্র। কেননা তিনি স্বীয় সত্তায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ। তাঁর না আছে পিতার প্রয়োজন, না পুত্রের। এই হল কুরআন শরীফের তওহীদের শিক্ষা, যা ঈমানের মূলভিত্তি।

আবার হুযূর (আ.) আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদের যৌক্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি (আ.) কুরআন শরীফের মৌলিক বিষয় থেকে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

এরপর তার এক অদ্বিতীয় হওয়া সম্পর্কে একটি যৌক্তিক প্রমান পেশ করতে গিয়ে বলেন, لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا । অত:পর বলেন, ওমা কানা মাআ'হু মিন ইলায়হে। অর্থাৎ, যদি পৃথিবী ও আকাশ সমূহে তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্তা পরিপূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী থাকত তবে, তারা উভয়েই বিনষ্ট হয়ে যেতো। কেননা সে ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন না সময় ঐ সব খোদা একে অপরের বিরুদ্ধে সক্রিয় থাকত ফলে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে বিশ্ব জগতের মাঝে ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়তো। এছাড়া যদি পৃথক পৃথক সৃষ্টিকর্তা হতো তবে প্রত্যেকেই শুধু নিজের সৃষ্টির কল্যাণ চাইতো। আর তাদের আরামের জন্য অন্যদের ধ্বংস করাকে বৈধ মনে করতো না। সুতরাং এর ফলেও দ্বন্দ্ব-সংঘতের সৃষ্টি হতো ।

সুতরাং একের অধীক খোদা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এছাড়া কুরআন করীমে খোদাতা'লার যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) সংক্ষিপ্তভাবে বলেন, যে খোদার দিকে কুরআন শরীফ আমাদেরকে আহ্বান করে তিনি নিম্নোক্ত গুণের উল্লেখ করেন,

তিনি বলেন, رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿﴾ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿﴾ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿﴾

অর্থাৎ তিনিই খোদা যিনি জগতসমূহের প্রভূ-প্রতিপালক, রহমান, রাহীম আর বিচার দিবসের মালিক। এ কর্তৃত্ব তিনি কারো হাতে দেন নি। প্রত্যেক আহ্বানকারীর আহ্বান শ্রবণকারী এবং উত্তরদাতা, অর্থাৎ দোয়া কবুলকারী। আবার বলেন 'আল-হাইয়্যু', 'আল-কাইয়্যুম' অর্থাৎ চির-স্থায়ী ও সকল জীবের প্রাণ এবং সকলের আশ্রয়স্থল। এর কারণ, তিনি অনাদি ও অনন্ত না হলে তাঁর জীবন সম্পর্কে আশংকা থাকত, আমাদের পূর্বেই না তার মৃত্যু হয়ে যায়! তিনি এক-অদ্বিতীয় খোদা, না তিনি কারো পুত্র আর না কেউ তাঁর পুত্র, কেউ তার সমকক্ষ নয় এবং তাঁর স্বজাতীয়ও কেউ নেই।

ইসলাম ধর্মের সমস্ত বিধি-নিষেধের মূল উদ্দেশ্য ইসলাম শব্দের মাঝে নিহিত প্রকৃত তত্ত্ব পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এজন্যই কুরআন শরীফে এমন শিক্ষা রয়েছে, যা খোদাকে প্রিয় বানানোর চেষ্টা করছে। কোথাও তাঁর সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে আর কোথাও-বা তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করায়। কেননা কারো প্রতি ভালোবাসা হয় সৌন্দর্য্য, না হয় অনুগ্রহের ফলে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি (আ.) আরো বলেন, এই যুগে খোদা পর্যন্ত পৌছা একমাত্র মাধ্যম হচ্ছেন, মহানবী (সা.)-এর সত্তা। হুযূর (আ.) বলেন, সর্বশক্তিমান, সত্য ও সকল প্রকার পূর্ণতার অধিকারী সেই খোদাকে আমাদের আত্মা এবং আমাদের দেহের প্রত্যেকটি কণা সেজদা করে, যাঁর হাতে প্রতিটি আত্মা ও সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমানু নিজের সমস্ত শক্তিসহ প্রকাশিত হয়েছে। আর যাঁর অস্তিত্বের দ্বারা সবার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত। কোন জিনিসই তাঁর জ্ঞানের বাহিরে নেই। না তাঁর আয়ত্বের বাহিরে আর না সৃষ্টির বাহিরে আছে। শত-সহস্র দরূদ ও সালাম, রহমত ও বরকত সেই পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) প্রতি অবর্তীণ হোক, যাঁর মাধ্যমে আমরা সেই জীবন্ত খোদাকে পেয়েছি, যিনি নিজে কথা বলে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দেন এবং অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে আমাদেরকে তাঁর নিজের প্রাচীন ও পূর্ণ শক্তি-সামর্থের আলোকিত চেহারা দেখান। কাজেই আমরা এমন রাসূল পেয়েছি, যিনি আমাদের খোদা দেখিয়েছেন। আর আমরা এমন খোদাকে পেয়েছি, যিনি তাঁর নিজ পূর্ণ ক্ষমতা বলে প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছন। তাঁর কুদরত কতইনা মহত্বের অধিকারী যা ছাড়া কোন জিনিসের অস্তিত্ব পায় নি এবং যাঁর আশ্রয় ব্যতীত কোন জিনিসই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তিনি আমাদের সত্য খোদা, অসীম কল্যাণের মালিক, মহা শক্তিধর, অতুলনীয় সৌন্দর্য্যের অধিকারী, অসীম দয়াময়। তিনি ভিন্ন অন্য কোন খোদা নেই।

যারা খাদা তা'লাকে মানে না তাদের সম্পর্কে হুযূর (আ.) বলেন, খোদার সত্তা যারপরনায় অদৃশ্য, সহস্র পর্দার অন্তরালে , ভীষণ গুপ্ত এবং অত্যন্ত গোপন সত্তা, যাঁকে শুধু মানবীয় বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে জ্ঞাত করা সম্ভব নয় (তিনি গুপ্ত সত্তা, শুধু বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তাঁকে ধারণ করা যায় না। নাস্তিকরা বলে, খোদাকে আমরা শুধু বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কিভাবে অনুভব করতে পারি?) হুযূর (আ.) বলেন, শুধু মানবীয় বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা বলে আল্লাহ্‌কে পাওয়া যাবে না। তাঁর অস্তিত্বের জন্য কোন যৌক্তিক প্রমাণ অকাট্য প্রমাণ বলে বিবেচিত হতে পারে না। কেননা বুদ্ধির চেষ্টা-প্রচেষ্টার দৌড় শুধু এতটুকুই যে, এ জগতের সৃষ্টি দেখে সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে। (কোন জিনিস দেখে মেধা খাটিয়ে সর্বোচ্চ এতটুকু বলা যায় যে, 'কেউ এটিকে বানিয়েছে') কিন্তু প্রয়োজন অনুভব করা এক বিষয় আর যে খোদার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে 'তিনি অবশ্যই আছেন'-এ পর্যায়ের আইনুল একিন বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা অন্য বিষয়। (একজন খোদার প্রয়োজন আছে, এটি এক বিষয় আর তাঁর উপস্থিত থাকা না থাকা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়)

অত:পর প্রতি বিষয়ে মানুষের মনোযোগ যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ থাকে, আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রতি এমন বিশ্বাস স্থাপন করানোর জন্য অত্যন্ত ব্যথাতুর হৃদয়ে হুযূর (আ.) বলেন, আমাদের খোদার সত্তায় সীমাহীন অলৌকিক বিষয়াদী রয়েছে, কিন্তু তা কেবল সেই ব্যক্তিই দেখতে পায়, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর হয়েগেছে। যারা তাঁর ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসী নয় এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত নয়, তাদের জন্য তিনি তাঁর সেই অলৌকিক বিষয়গুলো প্রকাশ করেন না। কতইনা হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে এখনও জানে না, তার একজন খোদা আছেন, যিনি প্রতিটি বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমাদের খোদাই আমাদের বেহেস্ত, আমাদের পূর্ণ তৃপ্তি আমাদের খোদার মাঝেই নিহিত। কেননা আমরা তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর মাঝে সকল প্রকার সৌন্দর্য্য পেয়েছি। জীবনের বিনিময়ে হলেও এই সম্পদ অর্জন করা উচিত। আর সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে হলেও এই গুপ্তধন ক্রয়যোগ্য। হে বঞ্চিতেরা! এই ঝর্ণার দিকে ধাবিত হও, এটি তোমাদের তৃপ্ত করবে। এটি জীবনদায়ী ঝর্ণা, যা তোমাদের রক্ষা করবে। আমি কী করব এবং কীভাবে এই সুসংবাদ হৃদয়ঙ্গম করাব, কোন ঢোল বাজিয়ে আমি বাজারে বাজারে আহ্বান করব, মানুষ যেন শোনে, 'ইনিই তোমাদের খোদা'। আর কোন ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করব, মানুষে কান যেন শোনার জন্য খুলে যায়?

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন যুগ ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর খাটি প্রেমিকের অনুসরণের মাধ্যমে জীবন্ত খোদার বাণী বিশ্ববাসীর কাছে পৌছে দিতে পারি এবং জগদ্বসীকে যেন বুঝাতে সক্ষম হই 'জীবন্ত খোদা' বর্তমান আছেন। এখনও তিনি শোনেন এবং নিদর্শন দেখান। তাঁর কাছে ফিরে অসুন এবং তাঁর দিকে আসুন। আর আমরাও যেন সেই জীবন্ত খোদোর সাথে সম্পর্ক তৈরী করতে পারি এবং এ শিক্ষার উপর আমল করতে পারি। আর সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত করতে পারি এবং তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে পারি। আর আমরা যেন তাঁর নেয়ামতসমূহের অংশীদার হই এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মও যেন আল্লাহ্ তা'লার শিরক থেকে সর্বতভাবে মুক্ত থাকে। (আমীন)